রাসূল (ﷺ)- এর

২০০ সোনালী উপদেশ

আব্দুল মালিক মুজাহিদ

Contents

রাসূল (ﷺ) - এর

২০০ শত সোনালী উপদেশ

আব্দুল মালিক মুজাহিদ

Contents

দুইশত সোনালী উপদেশ

প্রকাশকাল ঃ
জামাদি-উল-আউয়াল ১৪৩৪ হিজরী
এপ্রিল ২০১৩ ইং

পুনর্মুদ্রণ ঃ
জামাদি-উল-আউয়াল ১৪৩৫ হিজরী
মার্চ ২০১৪ ইং

মুদ্রণেঃ
মাহমুদ ব্রাদার্স
৮/১১ (ক) স্যার সৈয়দ রোড
মোহম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রাপ্তিস্থান ঃ
সকল সম্ভাব্য পুস্তকালয়

মূল্য ঃ দুই শত টাকা মাত্র

আল্লাহর নামে শুরু করছি,
যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু

প্রকাশকের নিবেদন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করে দিয়ে আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। ইসলামের জন্য তিনি দু'টি মূল উৎস নির্ণয় করে দিয়েছেন:
(১) আল্লাহর কিতাব ও (২) তাঁর নাবীর (ﷺ)সুন্নাহ। মূলতঃ নাবীর (ﷺ) সুন্নাহ এসেছে কুরআন মাজীদের পরিপূরক ও স্পষ্টকারী হিসেবে। সুতরাং রাসূল (ﷺ) -এর হাদীসসমূহ সাধারণ বাণী নয়; বরং তা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলারই ওয়াহীর অন্তর্ভূক্ত। যেমন: তিনি বলেনঃ
অর্থঃ "এবং তিনি নিজ মন থেকে কথা বলেন না, এটা তো এক ওয়াহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।"(৫৩:৩-৪)
নাবুয়্যাতের যুগে সাহাবাগণ ইসলামের বিধি-বিধান বুঝার জন্য শুধু কুরআন মাজীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতেন না; বরং প্রত্যেক ঐ হাদীস যা তাঁরা নাবী (ﷺ) হতে শ্রবণ করতেন তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন। অতঃপর তাঁদের বাস্তব জীবনে তা বাস্তবায়নের জন্য দ্রুত ধাবিত হতেন।

প্রকৃতপক্ষে সাহাবাগণ তাঁদের সার্বিক জীবনে নাবী (ﷺ) -এর অনুসরণে অতীব আগ্রহী ছিলেন।

Contents

প্রকাশকের নিবেদন

আমিও বিনিময় ও সাওয়াবের প্রত্যাশী হয়ে এবং নাবী (ﷺ) -এর বাণী ঃ

অর্থঃ "তোমরা আমার নিকট থেকে একটি আয়াত জানলেও তা প্রচার কর।" (৫:২৬৬৯ তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ) এর অনুসরণ করতঃ বইটির হাদীসগুলো সংকলন করা শুরু করি এবং এর নামকরণ করিঃ "রাসূল (ﷺ)-এর দুইশত সোনালী উপদেশ।"
হাদীস চয়নের ক্ষেত্রে জানা ও মানার সুবিধার্থে ছোট ছোট হাদীসগুলো বিবেচিত হয়েছে। হাদীসগুলি সাজানোর ক্ষেত্রে, বিশেষ কোন নীতি অবলম্বন না করে পাঠকদের কে নাবী (ﷺ) -এর পবিত্র হাদীসের বাগানে ছেড়ে দিয়েছি, যেন তারা ইচ্ছামত এর ফল আহরণ করেন ও এসব ফুলের ঘ্রাণ গ্রহণ করেন। এতে পাওয়া যাবে শারীআহ্‌র বিধান, কখনও আবার ইসলামের আদাব-শিষ্টাচার এবং কখনও পাওয়া যাবে নাবী (ﷺ) -এর কোন মূল্যবান ওয়াসিয়াত-নাসীহাত।

এমন বিভিন্নতার ফলে আমি আশা করি, এ বইটি দ্বারা যেন বড়-ছোট সকলে বিশেষ করে ঐ সমস্ত যুবক উপকৃত হয়, যারা দুনিয়াবী ব্যস্ততায় একেবারেই মত্ত। যারা নিজেকে নাবী (ﷺ) -এর সুন্নাহ সম্পর্কে জানার ও তাঁর শিক্ষা থেকে পাথেয় সংগ্রহের সুযোগ দেয় না।

প্রকাশকের নিবেদন

বইটি বিশ্বের ৩০টি প্রসিদ্ধ ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করি এবং এর স্বত্বাধিকার সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেই, যেন ব্যাপকভাবে সারা বিশ্বের মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে বাছাইকৃত এই হাদীসগুলি পৌঁছে যায়।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, তিনি আমাকে যে তাওফীক ও নিআমাত দান করেছেন এবং তাঁর নিকট দু'আ করি তিনি যেন এ কাজটি তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য কবূল করে নেন। অতঃপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, প্রত্যেক ঐ ভাইয়ের কাছে যারা আমাকে বইটি প্রকাশে ও হাসীসগুলোর বিশুদ্ধতা ও তথ্য সূত্রের গবেষণার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন অনুরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি দ্বীরা ইসলামি সেন্টারের দা'য়ী ও অনুবাদক শায়িখ আব্দুর রব আফ্‌ফান যিনি বাংলায় স্বযত্নে বইটির অনুবাদ করেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি দারুস সালামের জনাব আসাদুল্লাহ যিনি তাঁর দক্ষ হাতে বইটির বর্ণবিন্যাস করেন। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে উত্তম পুরষ্কার প্রদান করুন। আমীন।

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র খাদিম
আব্দুল মালিক মুজাহিদ
ম্যানেজার, দারুস সালাম
রজাবঃ ১৪৩২ হিজরী

Contents

বাংলাদেশে বইটি মুদ্রণের বিষয়ে কিছুকথা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর কিতাব আল কুরআনের বহু আয়াত দ্বারা আমাদের উপর রাসূল (ﷺ) এর আনুগত্য ও অনুসরণ ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) এবং তাঁর অবাধ্যতা হারাম করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেনঃ আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এর আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে নদী (নাহ্‌র) সমূহ প্রবহমান রয়েছে। (সূরাহ আন্ নিসা ৪:১৩)।

আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে। (সূরাহ আল জ্বীন ৭২:২৩)।

আমরা হয়তো জানি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও ভালবাসা প্রকাশ পায় সুন্নাহ অনুযায়ী ইখলাসপূর্ণ ইবাদাহ্‌র মাধ্যমে। আর রাসূল (ﷺ) এর আনুগত্য ও অনুসরণ ফুটে উঠে উম্মাহ্‌র উপর তার যে হাক্ব(অধিকার) আল্লাহ তা'আলা ন্যাস্ত করেছেন তা আদায়ের মাধ্যমে। আমাদের উপর রাসূল (ﷺ) এর হাক্ব হচ্ছে ঃ

* মুহাম্মাদ (ﷺ) এর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁকে রাসূল হিসেবে সন্তুষ্ট মনে মেনে নেয়া।
* তিনি যা কিছু (কুরআন ও সুন্নাহ) রেখে গিয়েছেন তার উপর ঈমান আনা এবং তাতে বর্ণিত আদেশ নির্দেশ পালন, উপদেশ গ্রহণ এবং সকল নিষেধ বর্জন করা।
* শর্তহীন ভাবে সন্তুষ্ট মনে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করা।
* তার উপর সালাত (দরুদে ইব্রাহীম) ও সালাম পেশ করা।

সহীহ মুসলিমের হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) কে রাসূল হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছে সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। (১:৫৭ সহীহ মুসলিম)।

সুবহানাল্লাহ! কতইনা চমৎকার হাদীস। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা দয়া করে তাঁর রাসূল (ﷺ) এর মাধ্যমে এ ধরনের আরো অসংখ্য হাদীস আমাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন। অগনিত হাদীসের সেই অমূল্য ভান্ডার থেকে দুইশত হাদীস আমরা আমাদের মুসলিম ভাই-বোন বিশেষ করে আমাদের প্রাণপ্রিয় সন্তান ও শিশু-কিশোরদের কাছে পৌছে দিচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা যেন দয়া করে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন।

কিছু মুসলিম ভাই-বোনের ইখলাস পূর্ণ উদ্যোগ ও সক্রিয় সহায়তায় সাউদী আরবের দারুস সালাম প্রকাশিত বেশ কিছু বইয়ের সাথে "রাসূল (ﷺ) এর ২০০ শত সোনালী উপদেশ" বইখানি আমার কাছে পৌছে। মনোরম মলাটে বাধানো ছোট্ট বইটি খুলতেই এর স্বত্ত্বাধিকার সকলের জন্য উন্মুক্ত দেখে বইটি এদেশে মুদ্রণের কাজ শুরু করি। প্রায় পনেরটি হাদীস পরিবর্তন করে আমার পছন্দের হাদীস কটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। সুপ্রিয় পাঠকের সুবিধার্থে প্রায় সকল হাদীসের সূত্র সমূহ এদেশের প্রকাশনা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (ইফাবা) তাওহীদ পাবলিকেশন্স (তা:পা:) এবং আহলে হাদীস লাইব্রেরী (আ:হা:লা:) সংকলিত হাদীস গ্রন্থ থেকে তুলে দেয়া হয়েছে।

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি জনাব আব্দুল মালিক মুজাহিদ, জেনারেল ম্যানেজার দারুস সালাম কে চমৎকার এই সংলনটির জন্য এবং সংকলনটির স্বত্ত্বাধিকার সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্য। পরিশেষে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি সেই প্রত্যেকের কাছে, এদেশে বইটি মুদ্রণের কাজে যারা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন।

হে আল্লাহ আমার এবং আমাদের সকলের ক্ষুদ্র এই প্রচেষ্টা আপনি দয়া করে কবুল করুন এবং এর উত্তম বিনিময় দান করুন। আল্লাহ তা'আলা আমাকে, আমার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, পরিবার পরিজন, বন্ধু-বান্ধব সহ সারা বিশ্বের সকল মুসলিমকে যেন ফিৎনা, ফাসাদ মুক্ত রাখেন, হিদায়াত দান করেন, দুনিয়ার কল্যাণ ও বারাকাহ এবং আখিরাতের চুড়ান্ত সফলতা দান করেন। আমীন।

মাহমুদ ব্রাদার্স প্রকাশনীর পক্ষে মুসলিমাহ

সূচীপত্র

১. আমালসমূহ নির্ভর করে নিয়াতের উপর	২৫
২. আকার-আকৃতি ও ধন-সম্পদ নয়; বরং অন্তর ও আমালের দিকে	২৫
৩. বেশি বেশি তাওবা করা	২৫
৪. তাওবার দরজা সর্বদা উন্মুক্ত	২৬
৫. নিরবতা ঈমানের অংশ	২৬
৬. সবরের গুরুত্ব	২৬
৭. মু'মিনের ব্যাপার আশ্চর্যজনক	২৭
৮. কে বাহাদুর?	২৮

৯. রাগ করো না	২৮
১০. সত্যনিষ্ঠতাই প্রশান্তি	২৯
১১. যেখানে থাক আল্লাহকে ভয় কর রাসূল (ﷺ) -এর তিনটি ওয়াসীয়াত	২৯
১২. সর্বোত্তম স্বাদাক্বা	৩০
১৩. অর্থহীন বিষয় বর্জন	৩১
১৪. সুস্থতা ও অবসর	৩১

সূচীপত্র

১৫. অসুস্থ ও মুসাফিরের প্রতি আল্লাহ্‌র দয়া	৩১
১৬. গাছ রোপণ ও আবাদ করার গুরুত্ব	৩২
১৭. প্রতিটি সৎ আমালই স্বাদাক্বা	৩৩
১৮. হাসিমুখও সৎআমালের অন্তর্ভূক্ত	৩৩
১৯. অল্প হলেও স্বাদাক্বা কর	৩৩
২০. কিয়ামাতের দিন রাসূল (ﷺ) -এর মর্যাদা	৩৪
২১. নাবী (ﷺ) -এর সুন্নাহ্‌র অনুসরণেই রয়েছে মুক্তি	৩৫

২২. মুসলিমগণ একটি দেহের মত	৩৬
২৩. যে দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না	৩৬
২৪. ভাই ভাই হয়ে যাও আল্লাহর বান্দায় পরিণত হয়ে	৩৭
২৫. এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই	৩৭
২৬. আপনি কিভাবে যালিমকে সাহায্য করবেন?	৩৮
২৭. এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের হাক্ব	৩৯
২৮. মু'মিনের দোষ গোপন করার গুরুত্ব	৩৯
২৯. আত্মীয়তার বন্ধন	৪০

সূচীপত্র

৩০. মেয়েদের প্রতি সদয় হওয়ার বিনিময়	৪০
৩১. সুপারিশ কর, বিনিময় পাবে	৪০
৩২. স্বাদাকার প্রতিদান	৪১
৩৩. মেহমানের সম্মান করা	৪১
৩৪. প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহারের ভয়াবহতা	৪২
৩৫. বন্ধু নির্বাচন করা	৪২
৩৬. কিয়ামাতের জন্য কি প্রস্তুত রেখেছ?	৪৩
৩৭. যাকে ভালোবাসবে (কিয়ামাতে) তারই সঙ্গী হবে	৪৩
৩৮. সালাতের শেষ ভাগের দু'আ	৪৪
৩৯. কবরে আপনার সাথে কে যাবে?	৪৫
৪০. দুনিয়া মু'মিনের জন্য কারাগার	৪৫
৪১. আল্লাহর নি'আমাত মূল্যায়নের উপায়	৪৬
৪২. অন্তরের ধনাঢ্যতা	৪৬
৪৩. কোন্ হাত উত্তম?	৪৬
৪৪. কার জন্য দুনিয়া একত্রিত হয়?	৪৭

সূচীপত্র

৪৫. দু'টি বিষয়েই ঈর্ষা করা যায়	৪৭
৪৬. কোন্ ইসলাম উত্তম?	৪৮
৪৭. স্বাদাক্বা সম্পদ কমায় না	৪৮
৪৮. কিয়ামাতের কিছু আলামাত (চিহ্ন)	৪৯
৪৯. হে বানী আদাম! দান কর	৫০
৫০. যুল্ম কিয়ামাতের অন্ধকার	৫০
৫১. মজা নষ্টকারী মৃত্যুর স্মরণ	৫০

৫২. গুনাহ্ কী?	৫১
৫৩. আল্লাহ তা'আলা কাকে ভালবাসেন	৫১
৫৪. অহংকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না	৫২
৫৫. কিয়ামাতের দিন আল্লাহ যে তিনজনের সাথে কথা বলবেন না	৫৩
৫৬. সর্বোত্তম সেই	৫৩
৫৭. কৃপণতা থেকে বাঁচ	৫৪
৫৮. পরিপূর্ণ মু'মিন কে	৫৪
৫৯. যে দু'টি স্বভাব আল্লাহ ভালোবাসেন	৫৫

সূচীপত্র

৬০. আল্লাহ তা'আলা কোমল তাই তিনি কোমলতাকে পছন্দ করেন	৫৫
৬১. হাঁচির জবাব	৫৬
৬২. প্রত্যেকেই অভিভাবক, অতএব প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসিত হতে হবে	৫৭
৬৩. যে রাসূলের (ﷺ)-এর আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে	৫৮
৬৪. দ্বীনের মধ্যে নব আবিষ্কার	৫৮
৬৫. ভালো পথের নির্দেশকের বিনিময়	৫৯
৬৬. লজ্জা ছেড়ে দিলে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারবে	৫৯
৬৭. ইয়াতীম প্রতিপালনের প্রতিদান	৬০

৬৮. রিয্‌ক্ব ও সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ার উপায়	৬০
৬৯. দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ	৬১
৭০. স্বামীর সন্তুষ্টির ফলে জান্নাত	৬১
৭১. প্রতিবেশীর হাক্ব	৬১
৭২. যে তার পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল	৬২
৭৩. ছোট ও বড়দের অধিকার	৬২
৭৪. দ্বীনদার মেয়েকে অগ্রাধিকার দেয়া	৬৩

৭৫. পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রসার	৬৩
৭৬. কিয়ামাতের দিন আল্লাহ যে সাত শ্রেণীর লোককে ছায়া দিবেন	৬৪
৭৭. সর্বোত্তম মুসলিম কে?	৬৬
৭৮. গাল চাপড়ানো ও কাপড় ছেঁড়া	৬৬
৭৯. সহজ করুন কঠিন করবেন না	৬৬
৮০. রুগীকে দেখে যে দু'আ পড়তে হয়	৬৭
৮১. মাসজিদে প্রবেশের পর দু'রাকআ'ত সালাত	৬৭
৮২. মৃত্যুর পরেও যে আমাল জারী থাকবে	৬৮
৮৩. জামা'আতের সাথে সালাতুল ঈশা ও ফাজর আদায়ের পুরষ্কার	৬৮
৮৪. "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"	৬৯
৮৫. ইসলামে স্বভাবজাত সুন্নাহ	৭০
৮৬. রমাদান মাসের প্রতিদান	৭০
৮৭. সাহরী খাওয়াতে বারকাত রয়েছে	৭২
৮৮. আমি সিয়াম পালনকারী	৭০
৮৯. সিয়াম পালন করেও সিয়াম পালনকারী নয়	৭১

সূচীপত্র

৯০. সহজতা ও উদারতা	৭২
৯১. শ্রমিকের হাক্ব	৭৩
৯২. কবর পাকা করা নিষিদ্ধ	৭৩
৯৩. পূর্ণ বছর সিয়াম পালন	৭৩
৯৪. আল্লাহ তা'আলার প্রিয়	৭৪
৯৫. যে তার রাগ দমন করলো	৭৫
৯৬. সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ	৭৬
৯৭. জীব-জন্তুকে আটকে রাখার পরিণাম	৭৭

৯৮. সিয়াম পালনকারীকে ইফতার করানোর সাওয়াব	৭৭
৯৯. জুলহিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিনের গুরুত্ব	৭৮
১০০. কবূল হাজ্জের প্রতিদান	৭৯
১০১. আরাফা দিবসে জাহান্নাম থেকে মুক্তিদান	৭৯
১০২. দু'চোখকে আগুন স্পর্শ করবে না	৮০
১০৩. গণক ও জ্যোতিষির নিকট যাওয়ার ক্ষতি	৮০
১০৪. লজ্জা ঈমানের একটি শাখা	৮০

সূচীপত্র

১০৫. সকাল-সন্ধ্যার গুরুত্বপূর্ণ একটি দু'আ	৮১
১০৬. মাজলূমের বদদু'আ থেকে বেঁচে থাকবে	৮১
১০৭. আল্লাহ তা'আলার অসীম দয়া	৮২
১০৮. যার আমানাতদারীতা নেই	৮২
১০৯. অন্যের ভালো পছন্দ করা	৮৩
১১০. ওদূর প্রতিদান	৮৩
১১১. সর্বোত্তম কালাম হলো	৮৩
১১২. অন্যায় প্রতিহত করা	৮৪
১১৩. তিন দিনের অধিক সম্পর্ক বর্জন করা	৮৪
১১৪. আমালসমূহ নির্ভর করে শেষ পরিণতির উপর	৮৪
১১৫. কাওসারের পানি মধুর চেয়েও মিষ্টি	৮৫
১১৬. ঈমানের স্বাদ	৮৫
১১৭. ঈমানের মধুরতা	৮৫
১১৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ চিরঞ্জীব ও সম্মানীত	৮৬
১১৯. খাবারের দোষ প্রকাশ করেন নি	৮৬

সূচীপত্র

১২০. যামযাম পানির গুরুত্ব	৮৬
১২১. যামযাম পানিতে রয়েছে খাদ্য ও আরোগ্য	৮৭
১২২. আল্লাহ তা'আলার প্রিয় দু'কালিমা	৮৭
১২৩. জান্নাতে বৃক্ষ রোপণ	৮৮
১২৪. আল্লাহর প্রিয়তম চারটি কালিমা	৮৮
১২৫. নাবী (ﷺ) -এর প্রতি সালাত (দরূদ) পাঠের গুরুত্ব	৮৯
১২৬. নাবী (ﷺ) -এর প্রতি সালাত পাঠের প্রতিদান	৮৯
১২৭. যে প্রতারণা করলো	৯০
১২৮. জান্নাতে একটি গৃহ	৯০
১২৯. দু'জন অংশীদারের তৃতীয় জন	৯১
১৩০. পরপোকারীর পুরস্কার	৯১
১৩১. অভাবগ্রস্তদের প্রতি সদয় হওয়া	৯২
১৩২. বিধবা ও অভাবীর রক্ষণাবেক্ষণ	৯২
১৩৩. আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাহায্যে থাকেন	৯২
১৩৪. পানি পান করানোর পুরস্কার	৯৩

সূচীপত্র

১৩৫. প্রতিটি জীবের প্রতি দয়ার মধ্যেই সাওয়াব	৯৩
১৩৬. তাওবার সুফল	৯৪
১৩৭. মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া	৯৪
১৩৮. মিস্‌ক আম্বারের চেয়েও সুগন্ধময়	৯৪
১৩৯. নাফ্‌ল সিয়াম পালনের প্রতিদান	৯৫
১৪০. লাইলাতুল ক্বদরের গুরুত্ব	৯৫
১৪১. রমাদান মাসের সিয়ামের পুরষ্কার	৯৬
১৪২. ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া ও ক্ষতিগ্রস্ত না করা	৯৬
১৪৩. আশুরার সাওম বা সিয়াম	৯৬
১৪৪. আসরের সালাত ছুটে গেলে	৯৭
১৪৫. যাকাত না দেয়ার পরিণাম	৯৭
১৪৬. আরাফা দিবসের সিয়ামের প্রতিদান	৯৭
১৪৭. যাকাত অস্বীকারকারীর শাস্তি	৯৮
১৪৮. উত্তম আহার	৯৮
১৪৯. আল্লাহর বিধানের হিফাজত করবে	৯৯

সূচীপত্র

১৫০. সৎ আমাল কষ্ট থেকে বাঁচায়	১০০
১৫১. আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়	১০০
১৫২. তিলাওয়াত কর আর আরোহণ কর	১০০
১৫৩. স্বাদাক্বা ও আত্মীয়তার বন্ধন	১০০
১৫৪. পিতার চেয়ে মাতার হাক্ব বেশি	১০১
১৫৫. নিকৃষ্ট মানুষ	১০১
১৫৬. অতীব অভাবীকে ঋণ দিয়ে মাফ করে দেয়ার পুরষ্কার	১০২
১৫৭. মুখের পবিত্রতা	১০২
১৫৮. ওদূর প্রতিদান	১০৩
১৫৯. ওদূ ও মিসওয়াক	১০৩
১৬০. দু'আ কবূলের উত্তম সময়	১০৩
১৬১. জান্নাতের আট দরজা খুলে দেয়া হবে	১০৪
১৬২. সালাত জান্নাতের চাবি	১০৪
১৬৩. জান্নাতে একটি গৃহ	১০৫
১৬৪. আরকানুল ইসলাম	১০৫

সূচীপত্র

১৬৫. নাবী (ﷺ) -এর সুন্নাহ্‌র গুরুত্ব	১০৫
১৬৬. কিয়ামাতের দিনের চার প্রশ্ন	১০৬
১৬৭. সালাত তারপর অন্যান্য আমাল	১০৭
১৬৮. আদাম সন্তানের পেট মাটি ব্যতীত পূর্ণ হয় না	১০৭
১৬৯. সালাত দ্বারা গুনাহ মাফ	১০৮
১৭০. দ্বীনের বুঝ ও জ্ঞান দান	১০৮
১৭১. মুনাফিক্বের চারটি বৈশিষ্ট্য	১০৯

১৭২. ইল্‌ম অন্বেষণে জান্নাতের পথ সহজ হয়	১০৯
১৭৩. নাবী (ﷺ) -এর প্রতি মিথ্যা আরোপের পরিণাম	১১০
১৭৪. কুরআন শিক্ষা ও শিক্ষাদানের গুরুত্ব	১১০
১৭৫. কুরআন তার পাঠকদের জন্য সুপারিশকারী	১১০
১৭৬. সাজদাহ্‌রত অবস্থায় দু'আ	১১১
১৭৭. জামা'আতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব ও প্রতিদান	১১১
১৭৮. প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায়ের প্রতিদান	১১১
১৭৯. পূর্ণ হাজ্জ ও উমরার সাওয়াব	১১২

সূচীপত্র

১৮০. সালাত পরিত্যাগ করার পরিণাম	১১২
১৮১. বিনা হিসেবে জান্নাত	১১৩
১৮২. সালাতের পদ্ধতি কী হবে	১১৩
১৮৩. সন্তানদের প্রতি বদদু'আ না করা	১১৪
১৮৪. মু'মিন তার অপরাধকে	১১৪
১৮৫. ফাসিকী ও কুফ্‌রী	১১৫
১৮৬. নারীদের ফিতনা	১১৫
১৮৭. যখন আমানাত বিনষ্ট হবে	১১৫

১৮৮. মায়ের অবাধ্যতা	১১৬
১৮৯. পিতার সন্তুষ্টি	১১৬
১৯০. জান্নাতের জিম্মাদার হবো	১১৬
১৯১. তিনজন হলে একজনকে রেখে দু'জনে চুপে চুপে কথা না বলা	১১৭
১৯২. সালামের আদাব	১১৭
১৯৩. দু'আ হলো ইবাদাত	১১৭
১৯৪. আশ্রয় চাই এমন হৃদয় থেকে যা বিনীত হয় না	১১৮

সূচীপত্র

১৯৫. ইলম অন্বেষণ করা	১১৮
১৯৬. সালাত হলো নয়নের প্রশান্তি	১১৮
১৯৭. মৃত্যু উপস্থিত হলে তালকীন	১১৯
১৯৮. শায়তানই বাম হাতে খায়	১১৯
১৯৯. প্রত্যেক রোগেরই চিকিৎসা রয়েছে	১২০
২০০. আল্লাহ কতিপয় লোককে মর্যাদা দান করেন এবং অন্যদেরকে লাঞ্ছিত করেন	১২০

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ
وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থেকো।

(আল–হাশরঃ৭)

উপহার

প্রত্যেক শিক্ষানুরাগী
ও জ্ঞান পিপাসুর জন্য

রাসূল (ﷺ) বলেছেন

1. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

নিশ্চয়ই সকল আমাল (এর প্রতিদান) নির্ভর করে নিয়াতের উপর, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে, যা সে নিয়াত করে। (১:১ সহীহুল বুখারীঃ তা:পা:।)

2. إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আকৃতি ও ধন-সম্পদের দিকে তাকাবেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমালের দিকে দৃষ্টি দিবেন। (২৫৬৪ সহীহ মুসলিম, ৭ঃ৬৩১১ সহীহ মুসলিম ইফাবা)

3. يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা কর, নিশ্চয়ই আমি দিনে আল্লাহর নিকট একশত বার করে তাওবা করি। (২৭০২:সহীহ মুসলিম, ৭:৬৬১৩ সহীহ মুসলিম ই:ফা:বা)

রাসূল (ﷺ) বলেছেন

4. إِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْ بَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْ غِرْ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর গড়গড়া না আসা পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবূল করেন।(৬:৩৫৩৭ তিরমিযী, ইফাবা)

5. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকাল দিবসের উপর ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে; নতুবা চুপ থাকে। (৫:৬১৩৮ সহীহুল বুখারী, তা:পা:, ১:৮০ সহীহ মুসলিম ইফাবা)।

6. إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْ مَةِ الْأُوْلَى

বিপদের প্রথম অবস্থার সবরই প্রকৃত সবর। (২:১২৮৩ সহীহুল বুখারী, তা:পা:)।

7. عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

মু'মিনের অবস্থা ভারী অদ্ভুত। সকল কাজই তার জন্য কল্যাণকর। মু'মিন ছাড়া অন্য কেউ এই কল্যাণ লাভ করতে পারে না। তারা সুখ-শান্তি লাভ করলে শুকরিয়া আদায় করে আর অস্বচ্ছলতা বা বিপদ মুসীবাতে সবর করে। সবই তার জন্য কল্যাণকর। (৭:৭২২৯ সহীহ মুসলিম ইফাবা, ৬:৬৩৯০ সহীহ মুসলিম, আ:হা:লা:)।

8. لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

লড়াইয়ে ধরাশায়ী করাই বাহাদুরী নয়, মূলতঃ বাহাদুর সে, যে রাগের অবস্থায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। (৫:৬১১৪ সহীহুল বুখারী, তা: পা:, ৯:৫৫৭১ সহীহ বুখারী ইফাবা, ৭:৬৪০৫ সহীহ মুসলিম ইফাবা)।

9. إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْصِنِيْ قَالَ: لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: لَا تَغْضَبْ.

এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ) কে বললেন! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি তাকে (ﷺ) বললেনঃ রাগ করো না। এভাবে তিনি কয়েকবার উপদেশ চাইলেন। আর নাবী (ﷺ) বললেনঃ রাগ করো না। (৬১১৬ সহীহুল বুখারী, তা: পা:, ৯:৫৫৭৩ সহীহ বুখারী ই:ফা:বা)।

10. دَعْ مَايَرِ يبُكَ إِلَى مَا لَايَرِيُبُكَ فَإِنَّ الصِّدُقَ طُمَأْ نِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ

তোমার সন্দেহের বিষয়টিকে নিশ্চিত বিষয়ের উপর ছেড়ে দাও। আর নিশ্চয়ই সত্য হলো প্রশান্তি এবং মিথ্যাই অশান্তি। (৪:২৫২০ তিরমিযী ইফাবা, হাদীসটি সহীহ)।

11. إِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

যেখানেই থাকবে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে। গোনাহ করার পরপরই সৎকাজ (হাসানাহ) করবে তাতে গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে। আর মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে। (৪:১৯৯৩ তিরমিযী ইফাবা হাদীসটি সহীহ)।

12. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللّٰهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمْهِلُ حَتّٰى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَاوَقَدْكَانَ لِفُلَانٍ.

এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ) এর নিকট এসে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কোন্ সাদাকাহ্য় সর্বাধিক সাওয়াব? তিনি বলেনঃ তোমার সুস্থ ও দারিদ্রের আশঙ্কাপূর্ণ অবস্থায় সাদাকা করা; যখন তুমি ধনী হওয়ার প্রত্যাশী। আর জীবন কণ্ঠনালী পর্যন্ত চলে আসার অপেক্ষায় তুমি থাকবে না যে তুমি সে সময় বলতে থাকবে, অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত আর অমুকের জন্য এত। (২:১৪১৯ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

14.نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفُرَاغُ

এমন দু'টি নিয়ামাত, যে বিষয়ে অধিকাংশ লোক ধোঁকায় পতিত হয়। তাহলোঃ সুস্থতা ও অবসর সময়। (৪:২৩০৭ তিরমিযী ইফাবা হাদীসটি হাসান ও সহীহ)।

13. مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ.

ইসলামি গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম হলো অনর্থক বিষয় পরিত্যাগ করা। (৪:২৩২১ তিরমিযী ইফাবা)।

15. إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

যখন বান্দা অসুস্থ কিংবা সফরে থাকে, তখন তার জন্য তা-ই লিখা হয়, যা সে বাড়িতে সুস্থ অবস্থায় 'আমাল করত। (৩:২৯৯৬ সহীহুল বুখারী, তাঃ পাঃ)।

16. مَـامِـنْ مُسْـلِـمٍ يَـغْـرِ سُ غَـرْسًا إِلَّاكَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَـدَقَةً، وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

কোন মুসলিম যদি একটি গাছ লাগায়, আর তা হতে যদি কেউ খায়, তবে তার জন্য তা সাদাকা, তা হতে যদি চুরি হয়ে যায়, তবে তা সাদাকা, তা হতে জীব-জন্তু খেয়ে ফেলে, তার জন্য তা সাদাকা। যদি কিছু পাখি খায় তার জন্য তা সাদাকা এবং কেউ যদি পেড়ে খায় তবুও তার জন্য সাদাকা। (৯:৫৪৭৪ সহীহ বুখারী, ৪:৩৮২৯ সহীহ মুসলিম ইফাবা)

17. كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ.

প্রত্যেক সৎআমাল সাদাকা। (৫:৬০২১ সহীহুল বুখারী, তা:পা: ৩:২১৯৭ সহীহ মুসলিম ইফাবা)।

18. لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْأً وَلَوأَنْ تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ.

সৎআমালের কোন কিছুকেই তুচ্ছ মনে করো না, যদি তা (সৎআমালটি) তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাতের দ্বারাও হয়। (৭:৬৪৫১ ঃ সহীহ মুসলিম ইফাবা)।

19. إِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْبِشِقِّ تَمْرَةٍ.

জাহান্নামকে ভয় কর, যদিও একটি খেজুর বিশেষ (দান) দ্বারা হয়। (২:১৪১৭ সহীহুল বুখারী, তা:পা:)।

20. أَنَـا سَيِّـدُ وَلَدِآدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَـافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ.

আমি কিয়ামাতের দিন আদাম সন্তানের নেতা, আমিই সে ব্যক্তি যার কবর (পুনরুত্থানের জন্য) প্রথম ফেটে যাবে, আমিই প্রথম সুপারিশকারী এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। (২২৭৮ ঃ সহীহ মুসলিম)।

21. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَا خُتِلَافًا كَثِيْرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

তোমাদের মধ্যে আমার পরে যারা জীবিত থাকবে, তারা বহু মতভেদ দেখবে, তখন তোমরা নতুন নতুন বিষয় (বিদ'আহ) হতে নিজেকে রক্ষা করবে। কেননা তা অবশ্যই ভ্রষ্টতা। সুতরাং তোমাদের মাঝে যে তা পাবে, সে সময় তোমাদের জন্য অপরিহার্য হলো, আমার সুন্নাহ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহকে শক্ত করে ধারণ করা এবং তা তোমরা মাড়ির দাঁত দ্বারা চেপে ধরো। (৫:২৬৭৬ তিরমিযী ইফাবা, হাদীসটি সহীহ)।

22. مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَااشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهرِ وَالْحُمَّى.

মুমিনদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে পরস্পর মুহাব্বাত, দয়া ও সহানুভূতিতে তারা একটি দেহের মত। তার মধ্যে যখন একটি অঙ্গ আক্রান্ত হয়, তখন সমস্ত শরীর অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়। (২৫৮৬ ঃ সহীহ মুসলিম, ৭:৬৩৫০ সহীহ মুসলিম ইফাবা)।

23. مَنْ لَّا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ.

যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা ও দয়া করেন না। (২৩১৯ ঃ সহীহ মুসলিম, ৪:১৯১৭ তিরমিযী ইফাবা হাদীসটি সহীহ)।

24. لَا تَحَا سَدُوْا، وَلَا تَنَا جَشُوا، وَلَا تَبَا غَضُوْا، وَلَا تَدَابَرُوْا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُوْنُوا عِبَادَاللّٰهِ! اِخْوَانًا.

তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, ধোঁকাবাজি করো না, ঘৃণা করো না, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না এবং তোমাদের কারো কেনা-বেচার উপর অপর কেউ কেনা-বেচা করো না; বরং তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দাসমূহে পরিণত হয়ে ভাই ভাই হয়ে যাও। (৭:৬৩০৯ সহীহ মুসলিম ইফাবা)।

25. اَلْمُسْلِمُ أَخُوالْمُسْلِمِ ،لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ.

মুসলিমগণ পরস্পরে ভাই, অতএব তিনি অপর ভাইয়ের প্রতি যুল্ম-অত্যাচার করবেন না। তাকে অপমান করবেন না এবং তাকে তুচ্ছ মনে করবেন না। (৭:৬৩০৯ ঃ সহীহ মুসলিম ইফাবা)।

26. أُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ :تَحْجُزُهُ أَوْتَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ .

তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে যালিম হোক আর মাজলুম (নির্যাতিত) হোক। এক ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ), যদি সে মাজলুম হয় তাকে সাহায্য করব। কিন্তু যদি সে যালিম হয়, তবে তাকে কিভাবে সাহায্য করব? তিনি (ﷺ) বলেনঃ তাকে বিরত রাখবে বা যুলম করা হতে তাকে নিষেধ করবে। আর নিশ্চয়ই সেভাবেই তাকে সাহায্য করা হবে। (৬:৬৯৫২ সহীহুল বুখারী, তা:পা:, ৭:৬৩৪৬ সহীহ মুসলিম ইফাবা)।

27. حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ.

এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের পাঁচটি হাক্বঃ (১) সালামের জবাব দেয়া, (২) রুগী দেখতে যাওয়া, (৩) জানাযায় শরীক হওয়া, (৪) দাওয়াত করলে তা কবূল করা ও (৫) হাঁচি দানকারীর জবাব দেয়া। (২:১২৪০ সহীহুল বুখারী, তা:পা:)।

28. لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তির দোষ গোপন করে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দোষ গোপন করবেন। (৭:৬৩৫৯ সহীহ মুসলিম ইফাবা)।

29. مَنْ كَانَ يُؤْ مِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখে। (৫:৬১৩৮ সহীহুল বুখারী, তা:পা:)।

30. مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا،

جَاءَ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ أَنَا وَهُوَ ' وَضَمَّ أَصَا بِعَهُ.

যে ব্যক্তি দু'টি মেয়ের প্রাপ্ত বয়স হওয়া পর্যন্ত সঠিক প্রতিপালন করল, কিয়ামাতের দিন সে ও আমি এমন হব। অতঃপর তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলো মিলিত করলেন। (৭:৬৪৫৬ সহীহ মুসলিম ইফাবা)।

31. إِشْفَعُوْا فَلْتُؤْجَرُوْا

সুপারিশ কর, যাতে তোমরা বিনিময় পাও।
(৭:৬৪৫২ সহীহ মুসলিম ইফাবা)।

32. مَامِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ ' فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا:
أَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُوْلُ الْآخَرُ:أَللّٰهُمَّ ! أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

প্রতিদিন সকাল বেলা দু'জন মালায়িকা অবতরণ করেন। অতঃপর দু'জনের একজন বলেনঃ হে আল্লাহ! আপনি দানকারীকে অনুরূপ প্রতিদান দিন। অন্য জন বলেনঃ হে আল্লাহ! আপনি কৃপণের মাল ধ্বংস করুন। (২:১৪৪২ সহীহুল বুখারী তা:পা:, ৩:১৬৭৮ সহীহ মুসলিম, আ:হা:লা:)।

33. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে। (৫:৬১৩৮ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

Contents

34. وَاللّٰهِ لَا يُؤْ مِنُ وَاللّٰهِ لَا يؤْمِنُ قِيْلَ: وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ: اَلَّذِيْ لَا يَأْ مَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম সে মু'মিন নয়। বলা হলঃ হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কে? তিনি (ﷺ) বলেনঃ যার অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। (৫:৬০১৬ সহীহুল বুখারী, তা:পা:)।

35. اَلرَّ جُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُ كُمْ مَنْ يُّخَا لِلُ.

ব্যক্তি তার বন্ধুর দ্বীনের অনুসারী হয়ে থাকে, অতএব তোমাদের প্রত্যেকের দেখা উচিত, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করেছে। (৪:২৩৮১ তিরমিযী ইফাবা হাদীসটি হাসান)।

36. قَـالَ أعْـرَا بِـىٌّ لِـرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَتَى السَّا عَةُ ؟ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا أَعْدَدْتَّ لَهَا ؟قَالَ: حُبَّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ 'قَالَ : أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)কে বললেনঃ কিয়ামাত কখন হবে? রাসূল(ﷺ) বললেনঃ তার জন্য তুমি কি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছ? তিনি বললেনঃ আল্লাহ ও তার রাসূলের মুহাব্বাত। তিনি(ﷺ) বললেনঃ তুমি যাকে ভালোবাস তারই সাথী হবে। (৭:৬৪৭০ সহীহ মুসলিম ই:ফা:বা, ৬:৬৬০৩ আ:হা:লা:)।

37. اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

ব্যক্তি তারই সাথে থাকবে, সে যাকে ভালোবাসে। (৫:৬১৬৮ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

38. عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذ بِيَدِهِ وَقَالَ: يَا مُعَاذُ! وَاللّٰهِ! إِنِّيْ لَأُحِبُّكَ فَقَالَ:أُوْصِيْكَ يَا مَعَاذُ! لَا تَدَعَنَّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُوْلُ: أَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

মুয়ায বিন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, নাবী (ﷺ) তার হাত ধরে বললেন হে মুয়ায! আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ভালবাসি। তারপর বলেনঃ হে মুয়ায তোমাকে আমি ওয়াসিয়াত করি, তুমি প্রত্যেক সালাতের শেষ ভাগে কখনোই اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ বলা ছেড়ে দিবে না।
(৪:১৫২২ আবু দাউদ ই:ফা:বা)।

39. يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ. يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.

মৃত ব্যক্তির সাথে তিনটি জিনিস যায়। অতঃপর দু'টি ফিরে আসে এবং তার সাথে একটি থেকে যায়। তার পরিবার, মাল ও আমাল সাথে যায়। পরিশেষে তার পরিবার ও মাল প্রত্যাবর্তন করে এবং তার আমাল থেকে যায়। (৬:৬৫১৪ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

40. اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.

দুনিয়া মু'মিনের কারাগার ও কাফিরের জন্য জান্নাত। (২৯৫৬ঃসহীহ মুসলিম, ৭:৭১৪৯ সহীহ মুসলিম ইফাবা)।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন

41. أُنْـظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَّا تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ.

তোমরা তোমাদের মাঝে যারা নিম্ন তাদের দিকে দৃষ্টি দিবে। তোমাদের মাঝে যারা উর্দ্ধে তাদের দিকে তোমরা তাকাবে না। আল্লাহ তা'আলার নিয়ামাতকে তুচ্ছ জ্ঞান করার অপেক্ষা তাই উত্তম। (২৯৬৩ঃসহীহ মুসলিম, ৭:৭১৬৯ সহীহ মুসলিম ইফাবা)।

42. لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلٰكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ.

অধিক ধন-সম্পদ হওয়াই ধনাঢ্যতা নয়; বরং অন্তরের ধনাঢ্যতাই আসল ধনাঢ্যতা। (৬:৬৪৪৬ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

43. اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম। (২:১৪২৯ সহীহুল বুখারী তা:পা:, ৩:২২৫৪ সহীহ মুসলিম ইফাবা)।

44. مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمْ اٰمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعًا فًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِه فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا.

তোমাদের মাঝে যে পরিবার বাসস্থানে নিরাপদ, শারীরিকভাবে সুস্থ ও তার নিকট এক দিনের খাবার রয়েছে। তার জন্য যেন সারা দুনিয়া; একত্রিত করে দেয়া হয়েছে। (৪:২৩৪৯ তিরমিযী ইফাবা হাদীসটি হাসান)।

45. لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا، فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا .

দু'টি বিষয়েই ঈর্ষা করা যেতে পারেঃ এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা অগাধ ধন-সম্পদ দিয়েছেন, আর তাকে হাক্ব পথে ব্যয় করার শক্তি দেয়া হয়েছে এবং এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা হিকমাত (প্রজ্ঞা) দিয়েছেন। সুতরাং সে তা দ্বারা বিচার ফায়সালা করে ও তা শিক্ষা দান করে। (১:৭৩ঃ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

46. إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলেনঃ কোন্ ইসলাম উত্তম? তিনি (ﷺ) বললেনঃ অন্যকে খাবার খাওয়ান এবং চেনা ও অচেনা সকল (মুসলিমকে) সালাম প্রদান করা।
(১:১২ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

47. مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ.

সাদাক্বা মাল কমিয়ে দেয় না। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাকারীর মর্যাদা বৃদ্ধিই করেন এবং যে ব্যক্তিই আল্লাহ তা'আলার জন্য বিনয়ী হবে আল্লাহ তা'আলা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন।
(৭:৬৩৫৬ঃ সহীহ মুসলিম ইফাবা)।

48. إِنَّ مِـنْ أَشْـرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ،

وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ،

وَيَظْهَرَ الزِّنَا.

কিয়ামাতের আলামাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল, ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে,

অজ্ঞতা ছেয়ে যাবে, মদ পান করা হবে,

যিনা-ব্যভিচার প্রকাশ্যে হবে।

(১:৮০ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

49. قَالَ: اَللّٰهُ : أَنْفِقْ يَا ابْنَ! آدَمَ ! أُنْفِقْ عَلَيْكَ .

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ খরচ কর হে বানী আদাম! তোমার জন্যও খরচ করা হবে।
(৫:৫৩৫২ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

50. إِتَّقُوْا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

তোমরা যুল্‌ম ও অন্যায় হতে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই যুল্‌ম কিয়ামাতের দিনে অন্ধকারে পরিণত হবে।
(৭:৬৩৪০ সহীহ মুসলিম ইফাবা)।

51. أَكْثِرُوْاذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ.

মজা নষ্টকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর।(৪:২৩০৭ তিরমিযী ইফাবা হাদীসটি হাসান)।

52. الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، والْإِثْمُ مَاحَاكَا، فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَّطَّلِعَ عَلَيهِ النَّاسُ .

উত্তম চরিত্রই হলো পুণ্য। আর গুনাহ হলো, তোমার মনে যা খটকা লাগে, আর মানুষ তা জেনে ফেললে তোমার খারাপ লাগে। (৭:৬২৮৫ সহীহ মুসলিম ইফাবা)।

53. إِنَّ اللّٰه يُحِبُّ الْعَبْدَالتَّقِيَّ الْغَنِىَّ الْخَفِيَّ .

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী, অমুখাপেক্ষী ও প্রচারবিমূখ বান্দাকে ভালবাসেন। (২৯৬৫ ঃ সহীহ মুসলিম)।

54. لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَّكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ؟ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُّحِبُّ الْجَمَالَ ، الْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

যে ব্যক্তির অন্তরে অনুপরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি বললঃ নিশ্চয়ই মানুষ চায় যে তার কাপড় সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক। তিনি (ﷺ) বলেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সুন্দর এবং সুন্দরকে তিনি পছন্দ করেন। "কিব্‌র" (অহংকার) হলোঃ সত্য বা হাক্বকে অস্বীকার করা ও মানুষকে তুচ্ছ মনে করা।

(৯১ঃ সহীহ মুসলিম, ৪:২০০৪ তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ)।

55. ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ.

তিন ব্যক্তি এমন যাদের সাথে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না। তাদেরকে পবিত্র করবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি (তারা হচ্ছে) ঃ বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যেবাদী বাদশা ও অহংকারী ভিক্ষুক। (১:১৯৭ সহীহ মুসলিম ই:ফা:বা, ১:১৯৬ আ:হা:লা:)।

56. إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا.

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম। (৩:৩৫৫৯ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

57. اِتَّقُوْا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

তোমরা কৃপণতা হতে বেঁচে থাকবে। কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল নিশ্চয়ই তাদেরকে কৃপণতা ধ্বংস করেছে। (২৫৭৮ ঃ সহীহ মুসলিম)।

58. أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ.

পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী সেই, যে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে, যে তাদের স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম। (৩:১১৬৩ জামে তিরমিযী হাদীসটি সহীহ ইফাবা)।

59. إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ:

إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ: الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ.

নাবী (ﷺ) আব্দুল কায়িসের আশায মুনযিরকে বলেনঃ নিশ্চয়ই তোমার মাঝে এমন দু'টি স্বভাব রয়েছে, যে দু'টি স্বভাবকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন (তা হচ্ছে)ঃ সহনশীলতা ও নম্রতা। (৪:২০১৭ তিরমিযী ইফাবা, হাদীসটি সহীহ)।

60. إِنَّ اللّٰهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَالَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ.

আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই কোমল, তাই তিনি কোমলতাকে পছন্দ করেন। অতএব তিনি কোমলতার মাধ্যমে যা প্রদান করেন কঠোরতায় তা করেন না। (২৫৯৩ ঃ সহীহ মুসলিম, ৬:৬৪৯৫-৭৭ আ:হা:লা:)।

61. اِذَاعَطِسَ أَحَدُكُم فَلْيَقُلِ لْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلِيَقُلْ أَخُوْهُ أَو صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَاِذَاقَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ۔

তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয়, আর "আল- হামদুলিল্লাহ" বলে তখন তোমরা তার জবাব দাও এবং يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বল। আর যখন সে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলবে তখন হাঁচি দাতা তাকে বলবে يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ۔ (৯:৫৬৭৮ সহীহ বুখারী ই:ফা:বা)।

62. كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ اَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَاوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا،وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِيْ مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

তোমরা প্রত্যেকেই অভিভাবক। অতএব তোমাদের প্রত্যেককেই তার অভিভাবকত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। ইমাম (শাসক) একজন অভিভাবক। অতএব তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তিদের সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। পুরুষ তার পরিবারে একজন অভিভাবক। অতএব তিনি তার অধীনস্থ সদস্যদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। মহিলা তার স্বামী গৃহের একজন অভিভাবক। অতএব তার সে দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। খাদিম (সেবক) তার মালিকের মালের দায়িত্বশীল। অতএব সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (১:৮৯৩ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

63. مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.

যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল অবশ্যই সে (জান্নাতে যেতে) অস্বীকার করল। (৬:৭২৮০ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

64. مَنْ أَحْدَثَ فِيْ اَمْرِ نَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَرَدٌّ.

যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনে নতুন কিছু আবিস্কার করল যা এ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত। (৩:২৬৯৭ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

Contents

.65 مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

যে ব্যক্তি কোন কল্যাণের কাজে আহ্বান করল তার জন্য তার আমালকারীর অনুরূপ প্রতিদান। (১৮৯৩ ঃ সহীহ মুসলিম)।

.66 إِذَا لَمْ تَسْتَحْى فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ.

তুমি যদি লজ্জা ছেড়ে দাও তাহলে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারবে। (৯:৫৫৭৭ সহীহ বুখারী ইফাবা)।

67. أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا. وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.

আমি ও ইয়াতীমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এমন থাকব। আর তা তিনি স্বীয় তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে দেখিয়ে বলেন। (৫:৬০০৫ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

68. إِبْغُونِي فِيْ ضُعَفَائِكُمْ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ.

তোমরা আমাকে তোমাদের দুর্বলদের মাঝে তালাশ কর। কেননা, তোমরা তোমাদের দুর্বলদের কারণেই রুযীপ্রাপ্ত ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাক। (১৭০৮ ঃ তিরমিযী ই:ফা:বা হাদীসটি হাসান-সহীহ)।

69. اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ.

সারা দুনিয়া-ই সম্পদ, আর দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ হলো–সৎ কর্মশীল নারী। (২৬৬৮, ৫৯:১৪৬৯ সহীহ মুসলিম আ:হা:লা:)।

70. أَيُّمَاامْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَاعَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ.

যে মহিলাই এমতাবস্থায় মারা গেল যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (৩:১১৬২ তিরমিযী ইফাবা হাদীসটি হাসান)।

71. مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِي بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

জিবরীল আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে ওয়াসীয়াত করতেই থাকেন এমন কি আমি ধারণা করে নেই, হয়তো বা তিনি তাকে আমার উত্তরাধিকার (ওয়ারিস) বানিয়ে দিবেন। (৫:৬০১৪ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

Contents

72. رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، قِيلَ: مَنْ يَارَسُولَ اللّٰهِ؟

قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ ،أَحَدُهُمَا أَوْكِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

সে লাঞ্ছিত হোক, অতঃপর সে লাঞ্ছিত হোক, আবারও সে লাঞ্ছিত হোক, বলা হলঃ কে হে আল্লাহর রাসূল! তিনি (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি তার পিতামাতার বা তাদের মধ্য থেকে একজনকে বা উভয়কে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, তারপরও সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না। (৭:৬২৮০ সহীহ মুসলিম ই:ফা:বা)।

73. لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْ حَمْ صَغِيْرَ نَا وَلَمْ يَعْرِفْ شَرِفَ كَبِيرِنَا.وَيَاْمُرُبِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

সে ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়, যে আমাদের ছোটকে দয়া করে না এবং বড়কে সম্মান করে না। আর সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে না। (৪:১৯২৭ তিরমিযী ইফাবা হাদীসটি হাসান)।

74. تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ.

চারটি গুণ দেখে একজন মহিলাকে বিয়ে করা হয়ঃ তার সম্পদ, তার বংশ, তার সৌন্দর্য এবং তার দ্বীনদারী। তবে দ্বীনদার মহিলা দ্বারা তোমরা সফল হও। (৫:৫০৯০ সহীহুল বুখারী তা: পা:)।

75. لاَ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوْا أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ.

মু'মিন না হওয়া পর্যন্ত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। পরস্পর মুহাব্বাত না করা পর্যন্ত তোমরা মু'মিন হতে পারবে না। আমি কী তোমাদেরকে এমন জিনিসের শিক্ষা দিব না, যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে? তোমাদের মাঝে তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও। (১:৯৮ ঃ সহীহ মুসলিম আ হা লা)।

76. سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَالِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

রাসূল (ﷺ) বলেছেন

সাত ধরণের লোক যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে নাঃ

(১) ন্যায় পরায়ণ বাদশা,

(২) এমন যুবক যে শুধুমাত্র তাঁর রবের ইবাদাতের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে।

(৩) এমন ব্যক্তি যার হৃদয় সদা মাসজিদের দিকে ঝুলে থাকে,

(৪) এমন দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহ তা'আলার জন্যই একে অপরকে ভালবাসে, এ কারণেই তারা একত্রিত হয় এবং তার জন্যেই বিচ্ছিন্নও হয়,

(৫) এমন ব্যক্তি যাকে উচ্চ বংশীয় ও সুন্দরী মহিলা (মন্দ কাজে) আহ্বান করে, তখন সে বলেঃ নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি,

(৬) এমন ব্যক্তি যে গোপনে সাদাকা (দান) করে, এমনকি তার ডান হাত কি দান করল বাম হাত তা জানে না এবং

(৭) এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে, আর তার উভয় চক্ষু হতে অশ্রু বয়ে যায়। (১:৬৬০ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

77. إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَيُّ الْمُسْلِمُوْنَ خَيْرٌ؟

قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ

এক ব্যক্তি এসে রাসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলেন উত্তম মুসলিম কে? তিনি (ﷺ) বললেনঃ যার মুখ ও হাত থেকে অন্য সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে সে। (১:৬৬ [৬৪/৪০] সহীহ মুসলিম আ:হা:লা:)।

78. لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ

وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

সে ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়, যে গাল চাপড়ায়, কাপড় ছিঁড়ে এবং জাহিলী যামানার (মত) বিলাপ করে। (২:১২৯৭ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

79. يَسِّرُوْا وَلَاتُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْاوَلَا تُنَفِّرُوْا.

তোমরা সহজ কর কঠিন করে দিওনা এবং সুসংবাদ দাও ভয় দেখিয়ে দূর করে দিওনা। (১:৬৯ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

80. مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ: أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ, إِلَّا عَافَاهُ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرَضِ

যে ব্যক্তি এমন রুগীকে দেখতে যায়, যার মৃত্যু উপস্থিত হয়নি; আর তার নিকট সাতবার বলেঃ أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে সে রোগ হতে অবশ্যই সুস্থ করবেন। (৪:৩০৯২ আবু দাউদ ই:ফা:বা)।

81. إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتّٰى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

যখন তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করে সে যেন অবশ্যই দু'রাক'আত সালাত আদায় করে (এবং তারপর) বসে। (১:১১৬৩ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

Contents

.82 إِذَا مَاتَ الإِ نْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ:

إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْ عُوْ لَهُ.

মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার থেকে তিনটি আমাল ব্যতীত সব আমাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়ঃ (১) সাদাকায়ু জারিয়া (চলমান দান), (২) এমন ইলম যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং (৩) এমন সৎ সন্তান (রেখে যাওয়া) যে তার জন্য দু'আ করবে। (৫:৪০৭৭ ঃ সহীহ মুসলিম ই:ফা:বা)।

.83 مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَا عَةٍ فَكَأَ نَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُبْحَ فِي جَمَا عَةٍ فَكَأَ نَّمَاصَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.

যে ব্যক্তি সালাতুল ঈশা জামা'আতে আদায় করল, সে যেন অর্ধরাত্রি ইবাদাত করল এবং সে জামা'আতের সাথে ফাজরের সালাত আদায় করল সে যেন সারারাত সালাত আদায় করল। (৬৫৬ ঃ সহীহ মুসলিম)।

84. إِذَامَـاتَ وَلَـدُ الْـعَبْـدِ قَـالَ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَعَبْدِي؟ فَيَقُوْلُوْنَ: نَعَمْ، فَيَـقُـوْلُ: قَبَـضْـتُـمْ ثَـمَـرَ ةَ فُـؤَادِهِ؟ فَيَقُوْلُوْ نَ:نَعَمْ ۚ فَيَقُوْلُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَـقُـوْلُـوْنَ: حَـمِـدَكَ وَاسْتَرْ جَعَ، فَيَقُوْلُ، اللّٰهُ : ابْنُوْا لِعَبْدِي بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.

যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায়, আল্লাহ তা'আলা তাঁর মালায়িকাগণকে (ফিরিশতা) বলেনঃ তোমরা আমার বান্দার সন্তানের জান কবজ (কবদ) করেছ? তারপর তারা বলেনঃ হ্যাঁ, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমরা তার হৃদয়ের ফলের জান কবজ করে নিয়েছ? তারা বলেঃ হ্যাঁ, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমার বান্দা (সে সময়) কি বলেছে? মালায়িকাগণ বলেন ঃ তিনি আপনার প্রশংসা করেছেন ও "ইন্নালিল্লাহ-------" বলেছেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমরা আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ কর ও তার নাম রাখ "বায়তুল হামদ" (প্রশংসার ঘর)। (৩:১০২১ তিরমিযী ইফাবা হাদীসটি হাসান)।

86. إِذَادَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ.

রমাদান মাস প্রবেশ করলে আকাশের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শায়তানগুলোকে শিকল দ্বারা বেঁধে রাখা হয়। (৫:৫৮৯১ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

85. اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ: اَلْخِتَانُ، وَلاِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْاَظْفَارِوَنَتْفُ الْآبَاطِ.

ইসলামে স্বভাবজাত সুন্নাহ পাঁচটিঃ (১) খতনা করা, (২) (নাভির নিচের) পশম কাটা, (৩) মোচ ছোট করা, (৪) নখ কাটা ও (৫) বগলের পশম উপড়ানো। (৫:৫৮৯১ঃ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

87. تَسَحَّرُوْافَإِنَّ فِي إِلسَّحُوْرِ بَرَكَةً.

তোমরা সাহুর (সাহরী) খাও কেননা তাতে বারকাত রয়েছে। (২:১৯২৩ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

৪৪. قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ: فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ.

(হাদীসু কুদসী) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ বানী আদামের সিয়াম ব্যতীত প্রত্যেকটি আমাল তার নিজের জন্য। কিন্তু সিয়াম অবশ্যই আমার জন্য। তাই তার প্রতিদান আমিই দেব। সিয়াম হল, একটি ঢাল, আর তোমাদের কেউ যখন সিয়ামের দিনে উপনীত হবে; সে অশ্লীলতা ও পাপাচারে লিপ্ত হবে না। চিৎকার বা শোর-গোল করবে না; বরং যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা তার সাথে ঝগড়া করে, তবে সে যেন বলেঃ আমি অবশ্যই সায়িম (সিয়াম পালনকারী)। (২:১৯০৪ ঃ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

89. مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

যে ব্যক্তি মিথ্যা ও খারাপ কথা এবং খারাপ কর্মকান্ড বর্জন করল না; তার পানাহার বর্জনে আল্লাহ তা'আলার কোন প্রয়োজন নেই। (২:১৯০৩ ঃ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

90. رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى.

আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে দয়া করুন, যখন সে বিক্রয় করে, যখন সে ক্রয় করে এবং যখন সে ফায়সালা করে তখন সে সহজ ও উদার নীতি অবলম্বন করে। (২:২০৭৬ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

91. أَعْطُوْا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَّجِفَّ عَرَقُهُ.

তোমরা শ্রমিককে তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার বিনিময় দিয়ে দাও। (২:২৪৪৩ ঃ ইবনু মাযাহ ই:ফা:বা)।

92. نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ক্ববর পাকা করতে, তার উপর বসতে এবং ক্ববরের উপর ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন। (২:২১৪৯ [৯৪/৯৭০] সহীহ মুসলিম আ:হা:লা:)।

93. مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِّنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

যে ব্যক্তি রমাদান মাসের সিয়াম পালনের পর তার সাথে শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম মিলিয়ে নিবে, তা হবে তার পূর্ণ বছর সিয়াম পালনের মত।
(৩:১৯৮৪ [ক-২০৪/১১৬৪] সহীহ মুসলিম আ:হা:লা:)।

94. أَحَبُّ النَّاسِ إِلَـى اللّٰهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ وَأَحَبُّ الْاَعْمَالِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ سُـرُورٌ يُـدْخِـلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْيَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْيَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا أَوْيَطْرُدُ عَنْهُ جُوْعًا.

মানুষের মাঝে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয় হলো সে, যে মানুষের জন্য অধিক উপকারী। আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় আমাল হলো, অপর মুসলিমকে যা তৃপ্তি এনে দেয় বা কোন মুসলিম হতে কোন বিপদ মুক্ত করা হয় অথবা তার পক্ষ হতে ঋণ পরিশোধ করে দেয়া হয় বা তার থেকে ক্ষুধা দূর করা হয়। (৯০৬ ঃ সহীহ হাদীস সিরিজ)।

95. مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوشَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَا اللّٰهُ قَلْبَهُ رَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيْهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى تَتَهَيَّأَ لَهُ أَثْبَتَ اللّٰهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُوْلُ الْاَقْدَامُ، وَإِنَّ سُوْءَ الْخُلُقِ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ.

যে ব্যক্তি তার রাগ দমন করল, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন, যে তার রাগকে আয়ত্ব করল এমন অবস্থায় যে, সে তা প্রয়োগ করতে পারত; তবে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে কিয়ামাতের দিন সন্তুষ্টিতে পূর্ণ করে দিবেন। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কোন প্রয়োজনে তার প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত পথ চলল, আল্লাহ তা'আলা তার পা-কে ঐদিন দৃঢ় করবেন যেদিন পা সমূহ স্থীর থাকতে পারবে না । নিশ্চয়ই বদচরিত্র এমনভাবে আমাল নষ্ট করে দেয় যেমনঃ মধু নষ্ট করে দেয় সিরকা (অম্লস্বাদ)। (৯০৬ ঃ সহীহ হাদীস সিরিজ)।

96. اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قِيْلَ: يَارَسُولَ اللّٰهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ:الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ،وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ وَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ হতে বেঁচে থাক! বলা হলো হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি? তিনি (ﷺ) বলেনঃ (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা, (২) যাদু, (৩) হাক্ব বিধান ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা যে জীবন হত্যা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, (৪) ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, (৫) রিবা (সুদ) খাওয়া, (৬) যুদ্ধের মাঠ হতে পলায়ন করা ও (৭) সৎ কর্মশীল, মু'মিন নারীদের প্রতি অপবাদ দেয়া। (৩:২৭৬৬ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

97. عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

এমন একজন মহিলা যাকে শুধু একটি বিড়ালের কারণে সাজা দেয়া হবে, যে বিড়ালটিকে মরে যাওয়া পর্যন্ত সে বেঁধে রেখেছিল। যার ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সে বিড়ালটিকে পানাহার করাত না বরং তাকে বন্দি করে রাখে, তাকে ছেড়ে দেয়নি যাতে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেতে পারে। (৩:২৭৬৬ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

98. مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا.

যে ব্যক্তি কোন সিয়াম পালনকারী বা সায়িমকে ইফতার করায়, তার জন্য অনুরূপ প্রতিদান রয়েছে। সায়িমের প্রতিদান হতে কোন কিছু না কমিয়েই তা দেয়া হয়। (৩:৮০৫ তিরমিযী ই:ফা:বা হাদীসটি সহীহ)।

99. مَامِنْ أَيَّامٍ اَلْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ: إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ.

আল্লাহ তা'আলার নিকট জুলহিজ্জাহ মাসের প্রথম দশকের দিনগুলোর সৎআমাল অপেক্ষা কোন দিনের সৎ আমাল অধিক প্রিয় নয়। সাহাবাগণ বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও কি নয়? তিনি (ﷺ) বলেনঃ না, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তিনি (ﷺ) বলেনঃ তবে হ্যাঁ, কোন ব্যক্তি তার জান ও মাল নিয়ে বের হয়ে গেল অতঃপর তার মধ্যে কিছু ফিরে এলো না। (২৪৩৮ আবু দাউদ, ১:৯৬৯ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

100. مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ،وَلَمْ يَفْسُقْ،رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ .

যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই জন্য হাজ্জ করল, পাপাচার অশ্লীলতায় লিপ্ত হলো না, সে এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করল যেন তার মা তাকে আজই জন্ম দিয়েছেন। (২:১৫২১ সহীহুল বুখারী তা:পা:, ৩:২৪০৪ সহীহ মুসলিম আ:হা:লা:)।

101. مَامِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللّٰهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ .

আল্লাহ তা'আলা আরাফার দিন অপেক্ষা এমন কোন দিন নেই, যাতে এত অধিক সংখ্যক বান্দাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিয়ে থাকেন। (৩:২৪০২ [৪৩৬/১৩৪৮] সহীহ মুসলিম আ:হা:লা:)।

102. عَيْنَانِ لَاتَمَسُّهُمَا النَّارُ. عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ , وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ.

এমন দুই ধরণের চোখ যাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে নাঃ এমন এক চোখ যে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে কাঁদে। দ্বিতীয় চোখ যে আল্লাহ তা'আলার পথে পাহারারত থাকে। (৪:১৬৩৯ তিরমিযী ইফাবা, হাদীসটি সহীহ)।

103. مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট যেয়ে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ রাত সালাত কবূল হবে না।
(২২৩০ ঃ সহীহ মুসলিম)।

104. الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ.

ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। আর লজ্জা হলো ঈমানের একটি শাখা।

(১:৫৯ সহীহ মুসলিম, ই:ফা:বা)।

105. مَامِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ:
بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرُّهُ شَيْءٌ.

কোন বান্দা যদি প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার বলেঃ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِى لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ তবে তাকে কোন কিছুই ক্ষতি করবে না। (৩:৩৮৬৯ ঃ ইবনু মাযাহ ইফাবা)।

106. اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ.

তুমি মাজলূমের বদদু'আ হতে বেঁচে থাকবে, কেননা আল্লাহ ও তার বদদু'আর মাঝে কোন পর্দা থাকে না। (১:২৯ [২৯/১৯] সহীহ মুসলিম, আ:হা:লা, ৪:২২৭৭ সহীহ বুখারী ইফাবা)।

107. قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَابْنَ آدَمَ، لَوْ لَقِيْتَنِي مِثْلَ الْاَرْضِ خَطَايَا لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَقِيتُكَ بِمِلْءِ الْاَرْضِ مَغْفِرَةً.

(হাদীসু কুদসী) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে বানী আদাম! তুমি যদি আমার সাথে শিরক না করে দুনিয়া পরিমাণ গুণাহ নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাত কর, তবে আমি দুনিয়া ভর্তি ক্ষমা নিয়ে তোমার সাথে সাক্ষাত করব। (সহীহ ইবনু হিব্বানঃ ১/৪৬২–হাদীসঃ ২২৬)

108. لَاإِ يمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَاعَهْدَ لَهُ.

যার আমানাতদারীতা নেই তার ঈমান নেই এবং যার ওয়াদা ঠিক নেই তার দ্বীন নেই। (সহীহ ইবনু হিব্বানঃ ১/৪২২–হাদীসঃ ১৯৪)

109. لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ

حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তাই তার ভাইয়ের জন্য পছন্দ করে।
(১:১৩ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

110. تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ

حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ.

মু'মিনের (অঙ্গের) উজ্জলতা ততদূর পৌছবে যতদূর ওদূর পানি পৌঁছবে।
(১:৪৭৪ [৪০/২৫০] সহীহ মুসলিম আ:হা:লা)।

111. قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَأَحْسَنَ الْهَدِيْ

هَدْىُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاتٍ وَّمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ اللّٰهِ

সর্বোত্তম কালাম হলো আল্লাহ তা'আলার কিতাব, আর সর্বোত্তম আদর্শ হলো মুহাম্মাদ (ﷺ) এর আদর্শ। আর সবচাইতে নিকৃষ্টতম বিষয় হলো (কুশিক্ষা) কুসংষ্কার। তোমাদের কাছে যা ঘোষণা করা হচ্ছে তা বাস্তবায়িত হবেই। তোমরা (কেউই) তা ব্যর্থ করতে পারবে না। (১০:৬৬৬৮ ঃ সহীহ বুখারী ইফাবা)।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন

112. مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন খারাপ (কাজ) দেখতে পায়। সে যেন তা হাত দ্বারা বাঁধা দেয়। যদি তা না পারে তবে তা যবান (মুখ) দ্বারা প্রতিবাদ করবে এবং যদি তা না পারে, তবে তা অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে। আর এটি হবে সবচেয়ে দুর্বল ঈমান। (১:৮১ ঃ সহীহ মুসলিম আ:হা:লা)।

113. لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ.

মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিনদিনের অধিক সম্পর্ক বর্জন করা হালাল নয়। (৫:৬২৩৭ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

114. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ.

আমালসমূহ নির্ভর করে শেষ পরিণতির উপর। (৬:৬৬০৭ঃসহীহুল বুখারী তা:পা:)।

116. ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا.

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ কে (ﷺ) রাসূল হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছে সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। (৫৭: সহীহ মুসলিম আ:হা:লা)।

115. اَلْكَوْثَرُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمُسْكِ وَمَائَهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ

কাওসার হচ্ছে জান্নাতের একটি নদী। এর দুই তীর স্বর্ণের। মোতি ও ইয়াকুতের উপর দিয়ে তা প্রবাহিত। এর মাটি মিশকের চেয়ে সুগন্ধি। এর পানি মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং তুষারের চেয়ে সাদা। (৬:৩৫৫৬ তিরমিযী ই:ফা:বা, হাদীসটি সহীহ)।

117. ثَلَاثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ

وَجَدَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ وَمَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَا نَ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَّرْجِعَ فِي الْكُفرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ

তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে সে ঈমানের মধুরতা (স্বাদ) লাভ করেছে।
* আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (ﷺ) তার কাছে সকল কিছুর চেয়ে প্রিয় হওয়া।
* কাউকে খালিস (একনিষ্ঠ) ভাবে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই ভালবাসা।
* কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়েও অধিক (অপছন্দ) ও ভয় করা।(১:১৬, ৫:৬০৪১ সহীহ বুখারী তা:পা:, ১:৭০ সহীহ মুসলিম, আ:হা:লা)।

.118 إِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ كَرِيمٌ,

يَسْتَحْيِي إِذَارَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُ دَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ চিরঞ্জীব ও সম্মানীত, ব্যক্তি যখন তাঁর দিকে তার উভয় হাত ওঠায় তিনি তা ব্যর্থ ও খালী হাত ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। (৬:৩৫৫৬ ঃ তিরমিযী ইফাবা হাদীসটি হাসান)।

.119 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ

আবু হুরাইরাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) কখনো কোন খাবারের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করেননি। (৯:৪৯০২ সহীহ বুখারী ই:ফা:বা)।

.120 مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ.

যামযামের পানি যে নিয়াতে পান করবে তার জন্য তাই হবে।
(৩০৬২ ঃ ইবনু মাযাহ)।

121. خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْاَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ، فِيْهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ.

ভূ-মণ্ডলের সর্বোত্তম পানি হলো যামযামের পানি। তাতে রয়েছে খাদ্য উপাদান ও রোগ-ব্যাধির নিরাময়।
(১১০০৪ ঃ মু'জামুল কাবীর)।

122. كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ، حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمَنِ:
سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ.

এমন দু'টি কালিমা, যা উচ্চারণে সহজ, মীযানে ভারী এবং রহমান আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়ঃ
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

(৬:৬৬৮২ সহীহুল বুখারী তা: পা:)।

123. مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نُخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

যে ব্যক্তি سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ বললঃ তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগান হবে। (৬:৩৪৬৪ তিরমিযী ইফাবা, হাদীসটি সহীহ)।

124. أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللّٰهِ اَرْبَعٌ :

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ .

চারটি কালিমা আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি প্রিয়ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ .

(১২৩৭ঃ সহীহ মুসলিম)।

125. إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً.

নিশ্চয় মানুষের মধ্যে আমার নিকট কিয়ামাতের দিন সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তাদের মধ্যে আমার প্রতি অধিক সালাত প্রেরণ করে (দরূদ পড়ে)। (২:৪৮৪ ঃ তিরমিযী ইফাবা হাদীসটি হাসান)।

126. مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হবে, সে যেন আমার প্রতি সালাত (দরূদ) পড়ে, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার সালাত (দরূদ) পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার রহমাত দান করবেন। (২:৭৯৫ সহীহ মুসলিম ইফাবা)।

127. مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।
(৪১৪ ঃ মুসলিম)।

128. مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ : أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

যে ব্যক্তি বার রাকআত সুন্নাত সালাত নিয়মিত আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন। (তা হচ্ছে) ঃ চার রাক'আত যোহরের ফারদ (ফরজ) সালাত আদায়ের পূর্বে, দু'রাক'আত যোহরের (ফারদের) পরে, দু'রাক'আত মাগরিবের ফারদের পরে, দু'রাক'আত ঈশার ফারদের পর এবং দু'রাক'আত ফাজরের ফারদ সালাতের পূর্বে। (২:৪১৪ তিরমিযী ই:ফা:বা)।

129. قَالَ رَسُولُ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ يَقُولُ:
أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "আমি দু'জন অংশীদারের মধ্যে তৃতীয় জন; যতক্ষণ তাদের একজন অপরজনের সাথে খিয়ানাত না করে। যদি তার সাথে খিয়ানাত করে আমি তাদের উভয়ের মাঝ থেকে বের হয়ে যাই। (৪:৩৩৫০ আবু দাউদ ইফাবা)।

130. مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের কোন পার্থিব কষ্ট দূর করল আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন তার থেকে কষ্ট দূর করবেন।
(৬:৬৭৪৬ [৩৮/২৬৯৯] সহীহ মুসলিম আ হা লা, ৫:৪৮১৩ আবু দাউদ ই:ফা:বা)।

131. مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

যে ব্যক্তি অভাব গ্রস্তের প্রতি সহানুভূতি দেখাল আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার প্রতি সহানুভূতি দেখাবেন। (৬:৬৭৪৬ [২৬৯৯/৩৮] ঃ সহীহ

132. اَلسَّاعِي عَلَى الْأَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ، أَوِالْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ.

বিধবা ও অভাবীর রক্ষণাবেক্ষণকারী আল্লাহ তা'আলার পথের মুজাহিদের মত, বা রাতে জাগরণকারী ও দিনে সিয়াম পালনকারীর মত। (৫:৫৩৫৩ ঃ সহীহুল বুখারী, তা:পা;)।

133. وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ.

আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাহায্যে থাকেন, বান্দা যখন তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে। (৬:৬৭৪৬ [২৬৯৯/৩৮] সহীহ মুসলিম আ হা লা)।

134. عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ:

يَـا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ. فَأَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ اَلْمَاءُ. قَالَ:فَحَفَرَ

بِئْرًا وَقَالَ: هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ.

সা'দ বিন উবাদাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) উম্মু সা'দ মারা গেছেন। সুতরাং (তার জন্য) কোন্ সাদাকা সর্বোত্তম? তিনি বলেনঃ পানি, বর্ণনাকারী বলেনঃ সুতরাং তিনি একটি কূপ খনন করে দিলেন এবং বলেনঃ এটি উম্মু সা'দের জন্য। (২:১৬৮১ ঃ আবু দাউদ ইফাবা)।

135. فِي كُلِّ ذَاتِ كَبَدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ.

প্রত্যেক জীবন্ত কলিজায় (দয়া করার মধ্যে) পুণ্য রয়েছে। (২:২৪৬৬ ঃ সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ)।

137. لَا يَشْكُرُ اللّٰهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ.

যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল না সে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল না। (৫:৪৭৩৭ আবু দাউদ ইফাবা, ৪:১৯৬১ তিরমিযী ইফাবা হাদীসটি সহীহ)।

136. مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করে; আল্লাহ তা'আলা তার প্রত্যেক কষ্টে সুপথ বের করে দেন, প্রত্যেক চিন্তা-ভাবনা দূর করে দেন এবং তাকে এমনভাবে রিয্ক দান করেন, যা সে ধারণাও করেনি। (২:১৫১৮ আবু দাউদ ইফাবা)।

138. لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

সায়িম বা সিয়াম (রোযা) পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মিস্ক-আম্বারের সুগন্ধির চেয়েও উত্তম। (৫:৫৯২৭ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

139. مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ إِلَّا بَاعَدَ اللّٰهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيفًا.

যে বান্দা আল্লাহ তা'আলার পথে একদিন সিয়াম পালন করল, আল্লাহ তা'আলা তার চেহারাকে সেদিনের ওয়াসীলায় জাহান্নামের আগুন হতে সত্তর বছরের দূরত্বে রাখবেন।
(৩:১৯৪৮ সহীহ মুসলিম আ:হা:লা)।

140. مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদরে ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় ইবাদাত করবে, তার বিগত জীবনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।
(২:১৯০১ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

141. مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের প্রত্যাশায় রমাদান মাসের সিয়াম পালন করবে, তার বিগত জীবনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (১:৩৮ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

142. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। (২৮৬৫ ঃ মুসনাদু আহমাদ)।

143. سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আশুরার সাওম (সিয়াম) সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হলে বলেনঃ (তা হচ্ছে) বিগত বছরের গুনাহর কাফ্ফারা। (১৯৭৭ ক) সহীহ মুসলিম আ:হা:লা)।

144. مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.

আসরের সালাত যার ছুটে গেল, সে যেন পরিবার ও সম্পদ ধ্বংস করে ফেলল। (৩:৩৬০২ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

145. مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ.

যে যাকাত দেয় না কিয়ামাতের দিন সে আগুনে থাকবে।
(মু'জামুস সাগীরঃ ২/১৪৫, হাদীসঃ ৯৩৫)।

146. صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ

إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ

السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ.

আরাফা দিবসের সাওম সম্পর্কে আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী বছরের গুনাহ্র কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) হয়ে যাবে।
(৩:২৬১৩ সহীহ মুসলিম ইফাবা)।

147. مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا بْتَلَا هُمُ اللّٰهُ بِسِنِيْنَ.

যে জাতি যাকাত অস্বীকার করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুর্ভিক্ষ দিয়ে শাস্তি প্রদান করেন। (৪৫৭৭ ঃ মু'জামুল আউসাত)।

148. مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ, وَإِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ.

নিজ হাতের উপার্জন হতে আহার করা অপেক্ষা উত্তম আহার কেউ করেনা। নিশ্চয়ই আল্লাহর নাবী দাউদ (আলাইহিস সালাম) নিজ হাতের উপার্জন দ্বারা আহার করতেন।
(২:২০৭২ ঃ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

149. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ: يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ، اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى أَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلٰى أَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.

ইবনু 'আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন, আমি একদিন রাসূল (ﷺ) এর পেছনে (আরোহী) ছিলাম। তিনি বললেনঃ ওহে বালক, আমি তোমাকে কিছু কালিমা শিখিয়ে দিচ্ছিঃ আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধানের হিফাজত করবে। তাহলে তিনি তোমার হিফাজত করবেন। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির ব্যাপারে সর্বদা খেয়াল রাখবে তাহলে তাঁকে তুমি তোমার সামনে পাবে। যখন তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে তখন আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য চাইবে। (গোটা দুনিয়ার) সকল উম্মাত যদি তোমার উপকার করতে একত্রিত হয় তবে আল্লাহ তা'আলা তাকদীরে যা লিখে রেখেছেন সেটুকু ছাড়া অন্য কোন উপকার তারা কেউই তোমাকে করতে পারবে না। আর সকল উম্মাত একত্র হয়ে যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে চায় তিনি তোমার তাকদীরে যা তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন তা ছাড়া কোন ক্ষতিই তারা করতে পারবে না। কেননা কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে আর লিখিত কাগজগুলো শুকিয়ে গেছে। (৪:২৫১৮ তিরমিযী ইফাবা হাদীসটি সহীহ)।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন

151. مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র পরিচালনা করল সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।
(৬:৭০৭০ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

150. صَنَائعُ الْمَعْرُوْفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوْءِ.

সৎ আমাল দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করে। (৭৯৩৯ ঃ মুজামুল কাবীর)।

152. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ إِقْرَأْ وَارْتَقْ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَأُبِهَا

কুর'আনের শিক্ষা লাভকারীকে বলা হবে তিলাওয়াত কর আর আরোহণ করতে থাক। দুনিয়ায় যেভাবে ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করতে সেভাবে তিলাওয়াত করতে থাক। অতএব যে আয়াতে তুমি তিলাওয়াত শেষ করবে সেখানে হবে তোমার মানজিল (অবস্থান স্থল)।
(৫:২৯১৪ তিরমিযী ই:ফা:বা হাদীসটি সহীহ)।

153. إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

নিশ্চয়ই মিসকীনকে সাদাকা করার মধ্যে শুধু সাদাকার প্রতিদান রয়েছে; কিন্তু কোন আত্মীয়কে সাদাকা করলে দু'টি অর্জনঃ একটি সাদাকা অন্যটি আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার প্রতিদান।
(৩:২৫৮২ ঃ নাসাঈ ই:ফা:বা)।

154. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللّٰهِ،مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ

اَبَرُّ؟

قَالَ: أُمُّكَ ،قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟قَالَ ثُمَّ أَبُوْكَ

এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ) -এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সদ্ব্যবহারের সর্বাধিক উপযুক্ত কে? তিনি (ﷺ) বলেনঃ তোমার মাতা, তারপর কে? তিনি বলেন তোমার মাতা, তারপর কে? তোমার মাতা। তিনি বলেন অতঃপর তোমার পিতা। (৯:৫৫৪৬ সহীহ বুখারী ই:ফা:বা, ৫১৩৯ ঃ আবু দাউদ)।

155. إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ.

আল্লাহ তা'আলার নিকট কিয়ামাতের দিন নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যার অনিষ্টের ভয়ে মানুষ তাকে বর্জন করে। (৫:৬০৩২ ঃ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

156. كَانَ الرَّجُلُ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ:

إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهَ،أَن يَتَجَاوَزُ عَنَّا قَالَ فَلَقِيَ اللّٰهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ.

এক ব্যক্তি লোকদেরকে ঋণ দিতেন ও তার কর্মচারীকে বলতেনঃ যদি কোন অতীব অভাবীর কাছে ঋণ আদায় করতে যাও, তাকে (ঋণ) ক্ষমা করে দিবে। তার জন্য হতে পারে আল্লাহ তা'আলা আমাকেও ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে যখন মিলিত হন, তাকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন।
(৩:৩৪৮০ ঃ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

157. اَلسِّوَاكُ مَطَهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

মিসওয়াক হলো, মুখের পবিত্রতা ও রবের সন্তুষ্টি।
(১:৫ ঃ নাসাঈ ইফাবা)।

158. مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.

যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওদূ (ওযু) করে, তার গুনাহ সমূহ শরীর হতে বের হয়ে যায়। এমনকি তার নখের নিচ দিয়ে তা বের হয়ে যায়। (১:৪৬৬ [৩৩/২৪৫] সহীহ মুসলিম আ:হা:লা)।

159. لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

আমার উম্মাতের জন্য কষ্টসাধ্য না হলে, অবশ্যই তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। (১:৪৭৭ সহীহ মুসলিম আ হা লা)।

160. اَلدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.

আযান ও ইকামাতের মাঝের দু'আ প্রত্যাখান করা হয় না। (১:২১২ তিরমিযী [হাদীসটি হাসান] ইফাবা)।

161. مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ:

أَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّااللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ.

তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে ওদূ (ওযু) করল, অতঃপর বললঃ
أَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে, সে তার যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চাইবে, প্রবেশ করতে পারবে। (১:৪৪১ (১৭/২৩৪) সহীহ মুসলিম আ:হা:লা)।

162. مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ،وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوَضُوْءُ

সালাত জান্নাতের চাবিকাঠি। আর সালাতের চাবি হলো ওদূ। (১:৪ ঃ তিরমিযী ইফাবা)।

163. مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই সন্তুষ্টির জন্য একটি মাসজিদ নির্মাণ করল, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন।

(২:১০৯০ [২৪/৫৩৩] সহীহ মুসলিম আ হা লা)।

165. مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ হলো, সে আমার অন্তর্ভূক্ত নয়।

(৫:৫০৬৩ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

164. بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

ইসলাম পাঁচটি রুকন বা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই ও নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহ্‌র রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, হাজ্জ করা ও রমাদানের সিয়াম পালন করা। (১:৮ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

166. لَا تَـزُوْلُ قَـدَمَـا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ:عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ، وَعَـنْ جَسَدِهِ فِيْمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا وَضَعَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمَلَ فِيهِ.

কিয়ামাতের দিন কোন বান্দার পা দু'টি অগ্রসর হবে না যতক্ষণ না তাকে চারটি প্রশ্ন করা হবেঃ (১) তার বয়স সম্পর্কে সে কিভাবে তা শেষ করেছে, (২) তার শরীর সম্পর্কে, সে কিভাবে তা ব্যবহার করেছে, (৩) তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কিভাবে সে উপার্জন করেছে ও কিভাবে সে তা খরচ করেছে এবং (৪) তার ইলম সম্পর্কে, তার উপর সে কি আমাল করেছে। (৪:২৪২০ ঃ তিরমিযী ইফাবা হাদীসটি সহীহ, ৫৩৯ ঃ দারিমী)।

167. أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ.

কিয়ামাতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেয়া হবে সালাতের, যদি সালাত ঠিক থাকে, তবে সে অবশ্যই সফল হবে ও মুক্তি লাভ করবে। পক্ষান্তরে তা যদি ঠিক না থাকে তবে সে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হবে। (২:৪১৩ তিরমিযী ইফাবা হাদীসটি হাসান)।

168. لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَا بْتَغَى ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ.

আদাম সন্তানের যদি দুই উপত্যকা সম্পদ থাকে তবুও অবশ্যই সে তৃতীয়টি চাইবে। বানী আদামের পেট মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা পূর্ণ হয় না। (৬:৬৪৩৬ ঃ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

169. أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوْا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَكَذَالِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُواللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.

যদি তোমাদের কারো দরজার সামনে একটি নদী থাকে, আর সেই নদীতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তবে কি তার দেহে কোন ময়লা থাকবে? তারা বললেনঃ না, ময়লার কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি (ﷺ) বলেনঃ এটাই পাঁচ ওয়াক্ত সালোতের উদাহরণ। আল্লাহ তা'আলা যার দ্বারা গুনাসমূহ মিটিয়ে দেন। (১:৫২৮ ঃ সহীহুল বুখারী তা:পা:, ৬৬৭ ঃ সহীহ মুসলিম)।

170. مَنْ يُرِدِاللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ.

আল্লাহ তা'আলা যার জন্য কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।
(১:৭১ ঃ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

171. أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَا فِقًا خَالِصًا إِذَا اؤْ تُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَ رَوَإِذَا خَا صَم فَجَرَ تَابَعَهُ شُعْبَةٌ عَنِ الْأَعْمَشِ

চারটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে রয়েছে সে খাঁটি মুনাফিক্ব ঃ ১। আমানাত রাখা হলে খিয়ানাত করে; ২। কথা বললে মিথ্যা বলে; ৩। ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে; ৪। বিবাদে লিপ্ত হলে অশালীন কথা বলে এবং গালাগালি করে। (১:৩৪ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

172. مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

যে ব্যক্তি এমন রাস্তা অনুসরণ করল, যাতে সে ইলম অন্বেষণের নিয়াত করল, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সে কারণে জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন।
(৭:৬৬০৮ সহীহ মুসলিম ইফাবা)।

173. مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করল, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নিল। (১:১১০ ঃ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

174. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে তা শিক্ষা দান করে। (৪:৫০২৭ ঃ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

175. اِقْرَؤُوْا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ.

তোমরা কুরআন পড়, কেননা পাঠকদের জন্য কুরআন কিয়ামাতের দিন সুপারিশকারী হিসেবে উপস্থিত হবে। (২:১৭৭৩ [২৫২/৮০৪] সহীহ মুসলিম আ হা লা)।

177. صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

একাকী সালাত আদায় করা অপেক্ষা জামা'আতে সালাত আদায় করা সাতাশ গুণ উত্তম।
(১:৬৪৫ সহীহুল বুখারী তা:পা)।

176. أَقْرَبُ مَايَكُوْنُ الْعَبْدُمِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ.

বান্দা তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সাজদাহ রত অবস্থায়। অতএব, তোমরা তখন বেশি বেশি করে দু'আ কর।
(১:৯৭০ [২১৫/৪৮২] সহীহ মুসলিম আ:হা:লা)।

178. سُئِلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: اَلصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا.

নাবী (ﷺ) জিজ্ঞাসিত হলেনঃ সর্বোত্তম আমাল কোনটি? তিনি (ﷺ) বলেনঃ সালাত, প্রথম সময়ে সালাত আদায় করে নেয়া।
(১:১৭০ ঃ তিরমিযী ইফাবা)।

180. إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

বান্দা এবং শিরক ও কুফ্‌রের মাঝে পার্থক্য হলো, সালাত পরিত্যাগ করা। (১:১৪৮ সহীহ মুসলিম আ:হা:লা:)।

179. مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ.

যে ব্যক্তি সালাতুল ফাজ্‌র জামা'আতের সাথে আদায় করে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহর যিক্‌র করল, অতঃপর সে দু'রাক'আত সালাত আদায় করল; তা হবে তার জন্য একটি হাজ্ব ও একটি উমরা আদায় সমতুল্য। বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ পরিপূর্ণ হাজ্ব-উমরাহ্‌র সমতুল্য------ (এভাবে তিনবার বললেন)।
(২:৫৮৬ ঃ তিরমিযী ইফাবা)।

181. يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعُوْنَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

আমার উম্মাহর সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হচ্ছে এমন, যারা (শিরক কুফরীর মাধ্যমে) ঝাড়ফুঁকের গ্রহণ করে নেয় না। শুভ অশুভ লক্ষণ মানে না এবং শুধু তাদের রবের উপরই তাওয়াক্কুল (ভরসা) করে। (৬:৬৪৭২ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

182. صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّي.

তোমরা সেভাবেই সালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে তোমরা সালাত আদায় করতে দেখ।
(১:৬৩১ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

183. لَا تَدْعُوْا عَلَى أَوْلَا دِكُمْ، وَلَا تَدْعُوْاعَلَى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُواعَلَى أَمْوَالِكُمْ تُوَافِقُوْا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَنَيْلٍ فِيْهَاعَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ.

তোমরা তোমাদের সন্তানদের প্রতি বদদু'আ করো না, তোমাদের খাদিমদের প্রতি বদদু'আ করো না এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদের বিষয়েও বদদু'আ করো না। এমনও হতে পারে তা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার দু'আ কবূল করা সময়ের সম্মুখীন হয়ে যাবে ফলে তোমাদের সেই বদদু'আ কবূল হয়ে যাবে। (২:১৫৩২ ঃ আবু দাউদ ইফাবা)।

184. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدِيْثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ. قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ ايَرٰى ذُنُوْبَهُ كَانَّهُ قَا عِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَّقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَا جِرَ يَرٰى ذُنُوْبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلٰى أَنْفِهِ

মু'মিন তার অপরাধকে এত বিরাট মনে করে যেন সে একটা পাহাড়ের নীচে বসে আশংকা করছে এক্ষুনি পাহাড়টি হয়তো তার উপর ধ্বসে পড়বে। আর গুনাহ্গার তার গুনাহগুলোকে মাছির মত মনে করে যা তার নাকে বসে আবার উড়ে চলে যায় ।
৯:৫৮৭০ সহীহ বুখারী ইফাবা, ৫:৬৩০৮ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

185. سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

মুসলিমকে গালী দেয়া ফাসিকী (পাপের কাজ) এবং তার সাথে লড়াই করা (ছোট) কুফ্‌রী।
(১:৪৮ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

186. مَاتَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

আমার পর পুরুষের উপর নারী বিষয়ক ফিতনা অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকারক কোন ফিতনা আমি রেখে যাচ্ছি না।
(৫:৫০৯৬ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

187. إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ؟

قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ

فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

যখন (আমানাতের খিয়ানাত কিংবা তা) বিনষ্ট হয়ে যাবে তখন ক্বিয়ামাতের অপেক্ষা করবে। বলা হলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ) আমানাত বিনষ্ট হয় কেমন করে? তিনি বললেনঃ যখন অযোগ্য (লোকজন) দায়িত্ব প্রাপ্ত হবে, তখনই ক্বিয়ামাতের অপেক্ষা করবে।
(১০:৬০৫২ সহীহ বুখারী ই:ফা:বা)।

188. إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর মায়ের অবাধ্যতাকে হারাম করে দিয়েছেন। (৫:৫৯৭৫ ঃ সহীহুল বুখারী তা: পা:)।

189. رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ.

পিতার সন্তুষ্টিতে রবের সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে রবে অসন্তুষ্টি।
(৪:১৯০৫ তিরমিযী ইফাবা হাদীসটি সহীহ)।

190. مَنْ يَضْمَنْ لِي مَابَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَابَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

যে ব্যক্তি আমার জন্য তার দুই চোয়াল এবং পায়ের মাঝের জিম্মাদার হবে। আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হবো।
(৬:৬৪৭৪ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

192. يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْماشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ، وَيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ.

আরোহী ব্যক্তি পায়ে হেঁটে যাওয়া ব্যক্তিকে, পায়ে হেঁটে চলা ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে, অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দিবে এবং ছোট বড়কে সালাম দিবে।

(৫:৬২৩১ঃ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

191. إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ.

যদি তিনজন একত্র হয় তবে দু'জনে মিলে তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে চুপে চুপে কথা বলবে না।
(৫:৬২৮৮ঃ সহীহুল বুখারী তা:পা:)।

193. اَلدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ

দু'আ-প্রার্থনাই হলো ইবাদাত।
(৫:২৯৬৯ ঃ তিরমিযী, ইফাবা হাদীসটি সহীহ)

194. أَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ أَعُوْذُبِكَ مِنْ هٰؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ

হে আল্লাহ! আপনার কাছে আশ্রয় চাই এমন হৃদয় থেকে যা বিনীত হয় না। এমন দু'আ থেকে যা কৃবুল হয় না। এমন নাফস থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না। এমন জ্ঞান থেকে যা উপকারে আসে না। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই এই চারটি (অকল্যাণকর বিষয়) থেকে। (৬:৩৪৮২ তিরমিযী ইফাবা হাদীসটি সহীহ)।

195. طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ইলম অর্জন করা ফারদ (ফরজ)।
(১:২২৪ ইবনু মাজাহ ইফাবা)।

196. جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

সালাতকে আমার নয়নের প্রশান্তি বানান হয়েছে।
(১৪০৩৭ ঃ মুসনাদে আহমাদ)।

198. لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا.

তোমাদের কেউ যেন কখনো তার বাম হাতে না খায় এবং কখনো বাম হাত দ্বারা পানও না করে। কেননা শায়তানই তার বাম হাত দ্বারা খায় ও পান করে। (৫:৫১৬০ সহীহ মুসলিম আ হা লা, ৪:৩৭৩৪ আবু দাউদ ইফাবা)।

197. لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ: لَاإِلَهَ إِلَّااللّٰهُ.

তোমরা তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত ব্যক্তিকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" কালিমার তালকীন দাও। (২:২০২২ সহীহ মুসলিম আ হা লা)।

199. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ.

প্রত্যেক রোগেরই চিকিৎসা রয়েছে।
(২২০৪ ঃ সহীহ মুসলিম)

200. إِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ اَخَرِيْنَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এই কিতাব দ্বারা বেশ কিছু লোককে উচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং এর দ্বারা অন্যদেরকে নিচু করে দেন।
(২:১৭৯৬ [২৬৯/৮১৭] ঃ সহীহ মুসলিম ইফাবা)
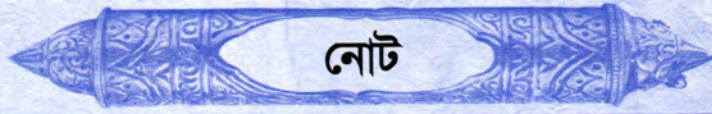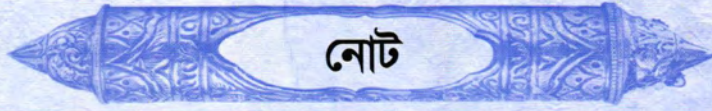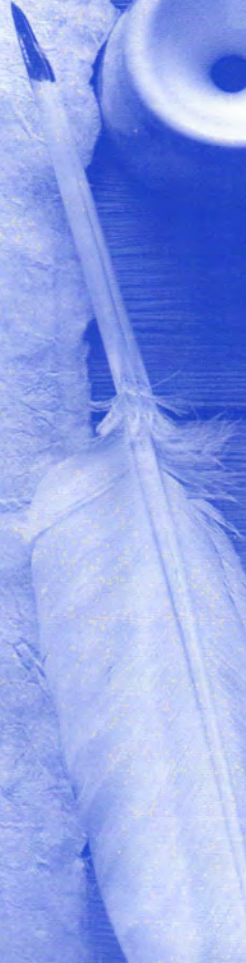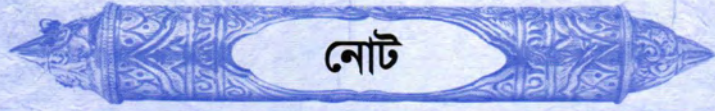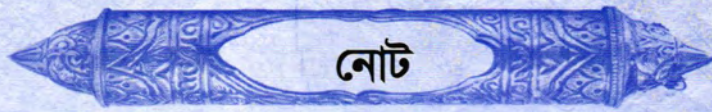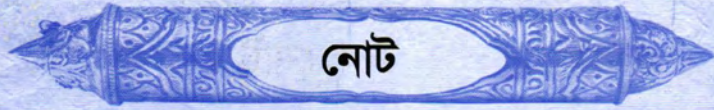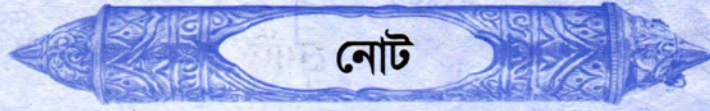
مِأَتَا حَدِيثٍ مُختَارةٍ لِلرَّسُولِ ﷺ

(باللغة البنغالية)

দ্বীন ইসলামের ভিত্তি দু'টি জিনিসের উপর। এক: আল্লাহর কিতাব (কুরআন) দুই:নাবী কারীম (ﷺ)-এর সুন্নাহ (হাদীস)। এই কিতাবে রাসূলে কারীম (ﷺ) -এর ২০০ হাদীস একত্রিত করা হয়েছে।

দ্বীন ইসলামের আক্বীদাহ, মূলনীতি, চরিত্র এবং শিষ্টাচার সম্পর্কিত ছোট ছোট হাদীস বিশেষ করে আমাদের যুবক শ্রেণীর জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজন। এই হাদীস ছাপানোর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো যে, আমাদের মুসলিম ভাই বোনেরা রাসূল (ﷺ) -এর সোনালী উপদেশ গ্রহণ করে নিজেদের আক্বীদাহ, মূলনীতি, চরিত্র এবং শিষ্টাচার দ্বারা জীবন গঠন করবে, যা দেখে অন্যান্য ভাইয়েরাও যাতে ইসলামের দিক আকৃষ্ট হতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকল ভাই-বোনদেরকে রাসূল (ﷺ) -এর সুন্নাহ্‌র উপর অটল থাকার তাওফীক দান করেন। আমীন!

আব্দুল মালিক মুজাহিদ

دار السلام للنشر والتوزيع

9786035001588